ৰয়-ৰতির ধরণ ৫ : নিজস্ব মালিকানাধীন জমিতে বাণিজ্যিক/শিল্প কারখানা				
প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি(গণ)	*প্রাপ্যসমূহ*	*বাস্তবায়ন নির্দেশনা*	*অতিরিক্ত সেবাসমূহ*	*প্রত্যাশিত ফলাফল*
আইনসম্মত মালিক/স্বত্তাধিকারী, ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় ডেপুটি কমিশনার যাকে মালিক সাব্যস্ত করবেন।	• স্থাপনার জন্য আইনসম্মত মালিক ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক আইনসম্মত নগদ ক্ষতিপূরণ (CCL)। • CCL এবং RV (বদলিমূল্য) এর পার্থক্য (যা PVAC কর্তৃক নির্ধারিত হবে) প্রকল্পর থেকে অতিরিক্ত মূল্য হিসাবে প্রদান করা হবে। • আইনসম্মত মালিককে ঘর-বাড়ী ও স্থাপনা সরানোর জন্য স্থানান্তর অনুদান হিসাবে বাংলাদেশী টাকায় ৮,০০০ (আট হাজার টাকা)। • আইনসম্মত মালিককে ঘর-বাড়ী ও স্থাপনা পুনঃনির্মাণের জন্য নির্মান অনুদান বাংলাদেশী টাকায় ৯,৮০০ (নয় হাজার আট শত টাকা) প্রদান করবে। • মালিকগণ বিনা মূল্যে অধিগ্রহনাধীন ঘর-বাড়ী ও স্থাপনা সরিয়ে নিয়ে যাবেন (বিআর কর্তৃক প্রদত্ত সময় সীমার মধ্যে)।	• প্রকল্পের সীমানার মধ্যে (RoW) অবস্থিত চুড়ান্ত সনাক্তকরণ তারিখে সকল অবকাঠামো সমূহ গণ্য হবে। • ডেপুটি কমিশনার অবকাঠামো সম্পদের জন্য আইনসম্মত ক্ষতিপূরণ বাবদ নগদ অর্থ প্রদান করবেন। • বাংলাদেশ রেলওয়ে পুনর্বাসন বিষয়ক অন্যান্য সকল অনুদান অর্থ বাস্তবায়নকারী NGO এর সহায়তায় প্রদান করবে।	ঘর-বাড়ী ও স্থাপনা সরানো ও নির্মাণে সহায়তা দিবে।	প্রকল্পের নতুন স্থানে অবকাঠামো সমূহ পুনঃনির্মাণ।

বাস্তবায়ন সংশিস্নষ্ট বিষয়াদি ঃ

- যৌথ তদন্তে (ডেপুটি কমিশনার অফিস ও বাংলাদেশ রেলওয়ে) এবং/অথবা শুমারী জরীপের মাধ্যমে আইনসম্মত মালিকগণের ঘর বাড়ী ও স্থাপনা শনাক্ত (মেঝের আয়তন ও ধরণ) হবে।
- ডেপুটি কমিশনার অফিস জেলা গণপূর্ত বিভাগের (PWD) সহায়তায় ঘর বাড়ী ও স্থাপনার বাজার মূল্য নির্ধারণ করবে এবং বাজার মূল্যকে ৫০% বাড়িয়ে কাঠামো বাবদ আইনসম্মত ক্ষতিপূরণ (CCL) ধার্য্য করবে।
- নির্মাণ সময়সূচী মোতাবেক ঘর বাড়ী অপসারণের আগেই ক্ষতিগ্রস্থদেরকে সমূদয় ক্ষতিপূরণ ও সহায়তার অর্থ পরিশোধ করতে হবে।
- আইন সম্মত ও সমাজ স্বীকৃত মালিকদের ক্ষয় ক্ষতি আমলে নেওয়ার শর্ত (চূড়ান্ত শনাক্তকাল) ক্ষয়-ক্ষতির ধরণ ৪ এ বর্ণিত হয়েছে।

ৰয়-ৰতির ধরণ ৬ : জমির আইনসম্মত স্বত্বাধীকারী নয় এমন ব্যক্তি (গণ) এর ৰেত্রে বসতবাড়ী ও অন্যান্য স্থাপনা/সম্পদ হারানো (স্কোয়াটার ও সমাজ স্বীকৃত বসবাসকারী)				
প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি(গণ)	*প্রাপ্যসমূহ*	*বাস্তবায়ন নির্দেশনা*	*অতিরিক্ত সেবাসমূহ*	*প্রত্যাশিত ফলাফল*
সমাজ স্বীকৃত মালিক: প্রকল্প সীমানায় অবস্থিত ঘর বাড়ী ও স্থাপনা যা জরিপের সময় শনাক্ত হয়েছে।	• স্থাপনার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে PWD এর রেট অনুযায়ী এবং এর সাথে ৫০% মূল্য (আইন অনুযায়ী) যোগ হবে। • উপরোক্ত ক্ষতিপূরণ এবং স্থাপনা পুনঃনির্মানের খরচ PVAC কর্তৃক নির্ধারিত হবে। • স্থাপনাসমূহের স্থানান্তর ও পুনঃনির্মান অনুদান বাবদ যথাক্রমে ৮,০০০ টাকা এবং ৯,৮০০ টাকা প্রদান করা হবে। • মালিকগণ কোন খরচ ছাড়াই অধিগ্রহনাধীন ঘর-বাড়ী ও স্থাপনা সরিয়ে নিয়ে যাবেন (বিআর কর্তৃক প্রদত্ত সময় সীমার মধ্যে)।	• প্রকল্পের সীমানার মধ্যে (RoW) অবস্থিত চুড়ান্ত সনাক্তকরণ তারিখে সকল অবকাঠামো সমূহ গণ্য হবে। • বাংলাদেশ রেলওয়ে পুনর্বাসন বিষয়ক অন্যান্য সকল অনুদান অর্থ বাস্তবায়নকারী NGO এর সহায়তায় প্রদান করবে।	ঘর-বাড়ী ও স্থাপনা সরানো ও নির্মাণে সহায়তা দিবে।	অধিগ্রহনকৃত প্রকল্পের নতুন স্থান অবকাঠামো সমূহ পুনঃনির্মাণ।

বাস্তবায়ন সংশিস্নষ্ট বিষয়াদি ঃ

- বাংলাদেশ রেলওয়ে বা সরকারী জমিতে প্রকল্পের (RoW) তে অবস্থিত সমাজ স্বীকৃত মালিকদের ঘর বাড়ী ও স্থাপনা শুমারী শনাক্ত করবে।
- নির্মাণ সময়সূচী মোতাবেক ঘর বাড়ী অপসারণের আগেই ক্ষতিগ্রস্থদেরকে সমূদয় ক্ষতিপূরণ ও সহায়তার অর্থ পরিশোধ করতে হবে।
- শুমারী জরিপ সমাজ স্বীকৃত মালিকদের ঘর-বাড়ী ও স্থাপনা শনাক্ত করার চূড়ান্ত শনাক্তকাল হিসাবে বিবেচিত হবে।

ৰয়-ৰতির ধরণ ৭ : আইন সম্মত মালিক/সমাজ স্বীকৃত মালিক এর সামাজিক ঘর বা স্থাপনা				
প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি(গণ)	*প্রাপ্যসমূহ*	*বাস্তবায়ন নির্দেশনা*	*অতিরিক্ত সেবাসমূহ*	*প্রত্যাশিত ফলাফল*
• আইনসম্মত মালিক(গণ) অথবা নিবন্ধনকৃত কমিটি ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় ডেপুটি কমিশনার যাকে/যাদেরকে মালিক সাব্যস্ত	• আইনসম্মত বৈধ মালিকদের ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক প্রদানকৃত CCL এবং CCL ও বদলিমূল্যের (RV) পার্থক্য PVAC কর্তৃক নির্ধারিত হবে। • স্থাপনা সরানোর জন্য স্থানান্তর অনুদান হিসাবে বাংলাদেশী টাকায় ১৬,০০০ টাকা। • স্থাপনা সরাইয়া নেওয়া ও স্থাপনা	প্রকল্পের অধিগ্রহনকৃত এলাকার চূড়ান্ত শনাক্তকালে অবস্থিত সকল সামাজিক সম্পত্তি ও সম্পদ এবং সংস্কৃতিক	স্থানান্তর ও পুনঃনির্মান সহায়তা প্রদান করা হবে।	সর্বসাধারনের উপকারার্থে সামাজিক অবকাঠামোগুলো পুনরুদ্ধার।

করবেন। • সামাজিকভাবে স্বীকৃত মালিক যারা জরিপের সময় এবং (JVC) কর্তৃক শনাক্ত হয়েছেন।	পুনঃনির্মানের জন্য (PVAC) কর্তৃক নিরূপিত মূল্য নগদ সাহায্য প্রদান। • বিআর কর্তৃক ঘোষিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিনামূল্য অধিগ্রহনকৃত মালামাল (স্থাপনা) সরিয়ে নিতে পারবেন।	সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।		

বাস্তবায়ন সংশিস্নষ্ট বিষয়াদি ঃ

জয়েন্ট ভেরিফেকেশন টিম আইনসম্মত মালিকদের (স্থাপনার ফ্লোর এরিয়া ও ধরণ লিপিবদ্ধকরণ) স্থাপনা শনাক্ত করতে এবং শুমারী জরীপ সামাজিকভাবে স্বীকৃত মালিকদের স্থাপনা শনাক্ত করবে।

ৰয়-ৰতির ধরণ ৮ : ব্যক্তিগত জমির উপর গাছ-পালা এবং সরকারী জমির উপর গাছ-পালার মালিক/ইজারাদার				
প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি(গণ)	*প্রাপ্যসমূহ*	*বাস্তবায়ন নির্দেশনা*	*অতিরিক্ত সেবাসমূহ*	*প্রত্যাশিত ফলাফল*
• আইনসম্মত মালিক/ স্বত্বাধিকারী ডেপুটি কমিশনার যাকে মালিক সাব্যস্ত করবেন। • সামাজিকভাবে স্বীকৃত মালিক (গণ) সরকারী/ অন্য জমিতে গাছ রোপন করেছেন এবং শুমারী জরিপে যারা মালিক শনাক্ত হয়েছেন। • গাছ-পালার মালিক(গণ) যেমন বন বিভাগ, জেলা পরিষদ, সমাজ, ইউনিয়ন পরিষদ, ইজারাদার	• ব্যক্তিমালিকানাধীন কাঠের গাছ ও বাঁশ: ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক আইন সম্মত নগদ অর্থ ক্ষতিপূরণসহ CCL এবং বদলিমূল্যের (RV) পার্থক্য যা PVAC কর্তৃক নির্ধারিত হবে।। • ফলের গাছের জন্য: CCL এবং CCL ও বদলিমূল্যের (RV) পার্থক্য যা PVAC কর্তৃক নির্ধারিত হবে। এ ছাড়াও ফলের তিন বছরের বার্ষিক উৎপাদনের গড় বাজার মূল্য প্রদান করা হবে। অথবা কাঠের গাছ এবং বাঁশের জন্য: ক্ষতিগ্রস্থ গাছের (জমির ইজারাদারকে) DoF কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য যা PVAC কর্তৃক নির্ধারিত হবে এবং প্রদান করা হবে। • ফলের গাছের ক্ষেত্রে: DoF এর রেট অনুযায়ী PVAC কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য (ইজারাদারকে) ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। এ ছাড়াও ফলের তিন বছরের	• চূড়ান্ত শনাক্ত কালে (RoW) এর মধ্যে অবস্থিত সকল বড় ও চারা গাছের জন্য প্রযোজ্য। • ডেপুটি কমিশনার আইন সম্মত মালিক(গণ)কে আইন সম্মত নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন যা বড় ও চারা গাছের জন্য প্রযোজ্য হবে। • সামাজিকভাবে স্বীকৃত মালিক (গণ) বড় ও চারা গাছের মূল্য বন বিভাগের গাইড লাইন অনুসারে (PVAC) কর্তৃক নির্ধারিত	বিভিন্ন প্রজাতি ও আকারের গাছের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে পুনর্বাসন নীতিমালা বিষয়ে মাঠ এনজিও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদেরকে বিস্তারিত অবহিত করবেন। তাদেরকে এই মর্মে সচেতন করবে যে তারা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পর গাছ পালা নিজেরা কেটে নিয়ে যেতে পারবেন।	গাছের ক্ষতিপূরণ

(সরকারী জমির উপর গাছের)	বার্ষিক উৎপাদনের গড় বাজার মূল্য প্রদান করা হবে। • বিআর কর্তৃক ঘোষিত সময় সীমার মধ্যে তাদের মালিকগণ বিনা মূল্যে গাছ কেটে নিয়ে যেতে পারবেন।	হবে।		

বাস্তবায়ন সংশিস্নষ্ট বিষয়াদি ঃ

- পিভিএসি গাছের বাজার মূল্য নির্ধারণ করতে বিভিন্ন প্রকার গাছ ও তার আকার ভেদ (ছোট, বড়, মাঝারী ও চারা) বন বিভাগের নির্ধারিত দর ব্যবহার করবে।
- ডেপুটি কমিশনার জেলা বন বিভাগের সহায়তায় গাছের বাজার মূল্য নির্ধারণ করবে এবং তা ৫০% বাড়িয়ে গাছের জন্য CCL ধার্য্য করবে।
- মাঠ এ INGO গাছ লাগানো এবং তার যত্নের জন্য ক্ষতিগ্রস্থদেরকে প্রয়োজনীয় উৎসাহ প্রদান করবে।

ৰয়-ৰতির ধরণ ৯ : দখল হস্তান্তরের সময় জমিতে বর্তমান ফসল/পুকুরে অবস্থিত মাছের মওজুত, জমির (ক) আইন সম্মত মালিক (খ) সমাজ স্বীকৃত মালিক(দর)				
প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি(গণ)	*প্রাপ্যসমূহ*	*বাস্তবায়ন নির্দেশনা*	*অতিরিক্ত সেবাসমূহ*	*প্রত্যাশিত ফলাফল*
(ক)আইনসম্মত মালিক চাষী হিসাবে ডেপুটি কমিশনার ও বাংলাদেশ রেলওয়ের যৌথ তদন্তে যারা শনাক্ত এবং (খ) শুমারী জরিপে যারা সামাজিকভাবে স্বীকৃত মালিক/ ব্যবহারকারী হিসাবে শনাক্ত।	• শস্যের ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক প্রদানকৃত CCL এবং CCL ও বদলিমূল্যের (RV) পার্থক্য PVAC কর্তৃক নির্ধারিত হবে। অথবা • জমির বৈধ মালিকানা না থাকলে/ইজারাদারদের ক্ষেত্রে ফসল/মাছের ক্ষতিপূরণের বদলিমূল্য (RV) PVAC কর্তৃক নির্ধারিত হবে। • ফসল/মাছের মালিক বিআর কর্তৃক ঘোষিত সময় সীমার মধ্যে ফসল কেটে/মাছ ধরে নিয়ে যেতে পারবেন।	• প্রকল্পের অধিগ্রহনকৃত এলাকার (RoW) দখল হস্তান্তরের সময় জমিতে দন্ডায়মান ফসল বা পুকুরে অবস্থিত মাছের জন্য প্রযোজ্য। • ডেপুটি কমিশনার দন্ডায়মান ফসলের/পুকুর অবস্থিত মাছের CCL প্রদান করবে (খ) PVAC ক্ষতি নির্ধারণ করবে যা প্রকল্প কতৃপক্ষ আইএনজিও এর মাধ্যমে প্রদান করবে।	আইএনজিও ডেপুটি কমিশনার অফিসে/ প্রজেক্ট অফিসে ক্ষতিপূরণ দাবীর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সংগ্রহ করতে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদেরকে সহায়তা করবে।	দন্ডায়মান ফসল এবং মাছের ক্ষতিপূরণ।

বাস্তবায়ন সংশিস্নষ্ট বিষয়াদি ঃ

ডেপুটি কমিশনার জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার সহায়তায় ফসলের বাজার মূল্য এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তার সহায়তায় মাছের বাজার মূল্য নির্ধারণ করবে। একইভাবে PVAC সমাজকর্তৃক স্বীকৃত মালিকদের জন্য ক্ষতিপূরণের মূল্য নির্ধারণ করবে।

ৰয়-ৰতির ধরণ ১০ : ফলজ গাছের ৰতির কারণে ফলের ৰতি পূরণ				
প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি(গণ)	*প্রাপ্যসমূহ*	*বাস্তবায়ন নির্দেশনা*	*অতিরিক্ত সেবাসমূহ*	*প্রত্যাশিত ফলাফল*
• আইনসম্মত মালিক/ স্বত্বাধিকারী ডেপুটি কমিশনার যাকে মালিক সাব্যস্ত করবেন। • সামাজিকভাবে স্বীকৃত মালিক (গণ) নিজের / অন্য জমিতে গাছ রোপন করেছেন এবং শুমারী জরিপে যারা মালিক শনাক্ত হয়েছেন।	• ক্ষতিপূরণ বাবদ অতিরিক্ত তিন বছরের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাহা ক্ষতির ধরণ ৮-এ বর্ণনা করা আছে।	• চূড়ান্ত শনাক্ত কালে (RoW) এর মধ্যে অবস্থিত সকল বড় গাছের জন্য প্রযোজ্য। • ডেপুটি কমিশনার আইনসম্মত মালিক(গণ)কে আইনসম্মত নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন।	বিভিন্ন প্রজাতি ও আকারের গাছের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে পুনর্বাসন নীতিমালা বিষয়ে মাঠ এনজিও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদেরকে বিস্তারিত অবহিত করবেন।	গাছের ক্ষতিপূরণ

বাস্তবায়ন সংশিস্নষ্ট বিষয়াদি ঃ

- PVAC গাছের ফলের বাজার মূল্য অনুযায়ী ফলের মূল্য নির্ধারণ করবেন।
- ডেপুটি কমিশনার জেলা সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহায়তায় গাছের ফলের মূল্য নির্ধারণ করবে এবং তা ৫০% বাড়িয়ে গাছের জন্য CCL ধার্য্য করবে।

ৰয়-ৰতির ধরণ ১১ : লীজ বা বন্ধকী নেওয়া কৃষি/বাণিজ্যিক জমি বা পুকুর				
প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি(গণ)	*প্রাপ্যসমূহ*	*বাস্তবায়ন নির্দেশনা*	*অতিরিক্ত সেবাসমূহ*	*প্রত্যাশিত ফলাফল*
• প্রকল্প সীমায় (RoW) অবস্থিত কৃষি এবং বাণিজ্যিক জমি/প্লট এর মালিক(গণ) • আইনসম্মত এবং সমাজ স্বীকৃত লীজ গ্রহীতা/অনুজ্ঞা-	• ডেপুটি কমিশনার বৈধ লীজধারী/চুক্তিধারীগণকে আইন অনুসারে CCL (আইন সম্মত নগদ ক্ষতিপূরণ) প্রদান করবেন। অথবা • সমাজ স্বীকৃত ভাগ-চাষী ও অনুজ্ঞা-পত্রধারী (Licensess)	• আইনসম্মত চুক্তির ক্ষেত্রেঃ আইনসম্মত মালিক এবং বন্ধক গ্রহীতা/লীজ গ্রহীতাকে আইন অনুসারে ডেপুটি কমিশনার CCL প্রদান করবে। • সমাজ স্বীকৃত মৌখিক চুক্তিসহ রীতিসিদ্ধ চুক্তির ক্ষেত্রেঃ আইন সম্মত মালিক(গণ) ডেপুটি কমিশনার সাহেরের নিকট থেকে CCL পাবে। আইন সম্মত মালিক(গণ) লীজগ্রহীতা/বন্ধকগ্রহীতাকে	• লীজ গ্রহীতা যাতে তাঁর সমূদয় প্রাপ্য ঠিকমত বুঝে পায় তার জন্য আইএনজিও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে। • আইএনজিও জমির	কৃষি/বাণিজ্যিক জমি এবং পুকুরের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান।

পত্রধারী/ বর্গাচাষী।	গণকে ৫,২০০ টাকা নগদ অনুদান হিসাবে প্রদান করা হবে। এবং কৃষি জমিও পুকুর লীজ গ্রহীতাকে ৪,৬০০ টাকা নগদ অনুদান হিসাবে INGO এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে। ● বিআর কর্তৃক নির্ধারিত/জারিকৃত সময় সীমার মধ্যে চাষী(রা) ফসল কেটে/মাছ ধরে নিয়ে যেতে পারবেন।	লীজ/বন্ধকের অপরিশোধিত মূল্য ফেরৎ প্রদান করবে নিম্ন শর্তানুসারে : (ক) যদি জমির মালিক লীজ/বন্ধক সংশ্লিষ্ট তার সমূদয় দায় পরিশোধ করে থাকেন তবে তিনি সমূদয়/ সম্পূর্ণ CCL গ্রহন করবেন। (খ) যদি পরিশোধ না করে থাকেন তবে সকল দায় পরিশোধের পর আইন সম্মত মালিক অবশিষ্ট অর্থ পাবেন।	মালিকের কাছ থেকে লীজের অপরিশোধিত অর্থ ফেরৎ পেতে লীজ গ্রহীতাক সহায়তা প্রদান করবে।	

বাস্তবায়ন সংশিস্নষ্ট বিষয়াদি ঃ

- আইন সম্মত ভাড়াটিয়া ডেপুটি কমিশনার শনাক্ত করবে এবং সমাজ স্বীকৃত জমির, লাইসেন্সধারী/লীজ গ্রহীতা শুমারী জরিপের মাধ্যমে শনাক্ত হবে।
- PVAC প্রতিটি জমির মালিক এবং যে কোন ব্যক্তি যার বর্তমানে অধিগ্রহনকৃত জমির ওপর বন্ধক, লীজ, বর্গাচাষ, লীজ এর কারণে স্বার্থ আছে তাদেরকে শনাক্ত করবে।
- জমির বর্তমান ভোগস্বত্বের ওপর কোন মতপার্থক্য বা অভিযোগ থাকলে অভিযোগ নিরসন কমিটির (GRC) মাধ্যমে তা নিস্পতি করতে হবে। অভিযোগ নিস্পত্তির পর INGO সংশ্লিষ্ট জমির ওপর সকল বৈধ দাবীদারকে তাদের যথাযথ পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা করবে।
- প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট বন্দোবস্ত নীতিমালা অনুসরণ করে অধিগ্রহনের কারণে সংঘটিত আয়ের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার জন্য ভাড়াটিয়া, লাইসেন্সধারী/লীজ গ্রহীতাকে নগদ অনুদান প্রদান করা হবে।

ৰয়-ৰতির ধরণ ১২ : ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থানচ্যুত হওয়ার কারণে আয়ের ৰতি				
প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি(গণ)	*প্রাপ্যসমূহ*	*বাস্তবায়ন নির্দেশনা*	*অতিরিক্ত সেবাসমূহ*	*প্রত্যাশিত ফলাফল*
যে কোন উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী বা কারিগর যিনি ৩ ধারা নোটিশ জারীর সময় বা শুমারী জরিপের সময় অধিগ্রহনাধীন ঘরে/স্থাপনা বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন।	● ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীকে ব্যবসায়িক আয় ক্ষতির জন্য ৩০,০০০ টাকা (গড় মাসিক আয় ১০,০০০ টাকা ধরে তিন মাসের আয়) নগদ অনুদান প্রদান।	● বাংলাদেশ রেলওয়ে আইএনজিও-র সহায়তার যোগ্য ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীদেরকে তাদের প্রাপ্য সরাসরি প্রদান করবে।	ঝুকিপূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থদেরকে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হবে।	স্থানান্তর পরবর্তী সময়ে আয় সহয়তা প্রদান।

বাস্তবায়ন সংশিস্নষ্ট বিষয়াদি ঃ

- শুমারী জরিপ এবং / অথবা ডেপুটি কমিশনার/বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক যৌথ তদন্তে শনাক্ত ব্যবসায়ীগণ এই প্রাপ্যের জন্য প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত হবেন।
- সকল ব্যবসা পরিচালনাকারী "ব্যবসা ক্ষতি অনুদান" প্রাপ্যযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
- দরিদ্র জনসাধারণের পুনর্বাসন ও জীবিকা উন্নয়ন কর্মকান্ডের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ এনজিও নিয়োগ করে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে।

ৰয়-ৰতির ধরণ ১৩ : আয়ের সাময়িক ৰতি (কৃষি মজুর ও ৰুদ্র ব্যবসা উদ্যোক্তা মালিক অথবা নিয়োগকর্তা বাদে)				
প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি(গণ)	*প্রাপ্যসমূহ*	*বাস্তবায়ন নির্দেশনা*	*অতিরিক্ত সেবাসমূহ*	*প্রত্যাশিত ফলাফল*
নিয়মিত কর্মচারী/ দিন মজুর যারা ভূমি অধিগ্রহনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ এবং শুমারী জরীপে শনাক্ত হয়েছেন।	ক্ষতিগ্রস্থ কর্মচারী/ দিন মজুর তিন মাসের মজুরী সমান ১৯,৫০০ টাকা নগদ অনুদান প্রদান।	• প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তিকে কম পক্ষে ১২ মাস জমির মালিক অথবা পরিচালিত ব্যবসায় নিয়মিত শ্রমিক হিসাবে যৌথ তদন্তে এবং/অথবা শুমারী জরীপে শনাক্ত হতে হবে। • ঝুকি বা দূর্দশাগ্রস্থদের প্রকৃত প্রয়োজন বা চাহিদা নিরূপন করতে হবে। • বাংলাদেশ রেলওয়ে আই এনজিও-র মাধ্যমে পুনর্বাসন সুবিধাদি প্রদান করবেন।	• ঝুকিপূর্ণ প্রাপ্য যোগ্য ব্যক্তিদের জীবিকা ও আয় পুনরুদ্ধার কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হবে। • উপযুক্ত ক্ষতিগ্রস্থদেরকে প্রকল্পের নির্মাণকারক নিয়োগ দেওয়া হবে। • উপযুক্ত ক্ষতিগ্রস্থদের বৃক্ষ রোপন ও সামাজিক বনায়নের কাজে নিয়োগ করা হবে।	স্থানান্তর পরবর্তী সময়ে আয়-রোজগার সহযোগীতা।

বাস্তবায়ন সংশিস্নষ্ট বিষয়াদি ঃ

- শুমারী জরিপ অথবা যৌথ তদন্তে শনাক্ত কর্মচারী/দিন মজুর (গন) এই প্রাপ্যের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হবেন। যদি পরবতীতে আরও কোন দাবী বা অভিযোগ উত্থাপিত হয় তবে তা অভিযোগ নিরসন কমিটি (GRC) এর মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হবে।

ৰয়-ৰতির ধরণ ১৪ : ভাড়া দেওয়া আবাসিক/বাণিজ্যিক স্থাপনা থেকে আয়ের ৰতি				
প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি(গণ)	*প্রাপ্যসমূহ*	*বাস্তবায়ন নির্দেশনা*	*অতিরিক্ত সেবাসমূহ*	*প্রত্যাশিত ফলাফল*
শুমারি জরীপে শনাক্ত ভাড়া দেওয়া স্থাপনার আইন সম্মত মালিক/ স্বত্বাধীকারী	ভাড়া দেওয়া আবাসিক বা বাণিজ্যিক অবকাঠামোর মালিক/ স্বত্বাধীকারী ব্যক্তিদের আয়ের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার জন্য ৩,০০০ টাকা (২ মাসের ভাড়া বাবদ আয়ের সমান) দেওয়া হবে।	• ভাড়া দেয়া স্থাপনার মালিক (গণ), পৃথক পৃথক পরিবার অথবা ব্যক্তিকে ভাড়া দেওয়া প্রতিটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে স্থানান্তর অনুদান পাবেন। • বি আর বাস্তবায়নকারী এনজিও এর সহায়তায় স্থানান্তর অনুদান পাবেন।	EP দেরকে আয় ও জীবিকা পুনরুদ্ধার কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হবে।	স্থানান্তর পরবর্তী আয় সহায়তা

বাস্তবায়ন সংশিস্নষ্ট বিষয়াদি ঃ

- শুমারী জরিপ অথবা যৌথ তদন্তে আবাসিক এবং বাণিজ্যিক স্থাপনার মালিক পরিবার/ব্যক্তি শনাক্ত হবেন।

ৰয়-ৰতির ধরণ ১৫ : ভাড়া নেওয়া আবাসিক/বাণিজ্যিক স্থাপনা থেকে আয়ের ৰতি				
প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি(গণ)	*প্রাপ্যসমূহ*	*বাস্তবায়ন নির্দেশনা*	*অতিরিক্ত সেবাসমূহ*	*প্রত্যাশিত ফলাফল*
শুমারি জরীপে শনাক্ত এরূপস্থাপনা ভাড়া নেওয়া পরিবার/ ব্যক্তি	• ভাড়া নেওয়া আবাসিক/ বাণিজ্যিক স্থাপনার ভাড়াটিয়া কে ৬,০০০ টাকা (৪ মাসের ভাড়ার সমপরিমান টাকা) ভাড়া সহযোগীতা অনুদান প্রদান করা হবে। • স্থানান্তর অনুদান হিসাবে ১,৫০০ টাকা প্রদান করা হবে।	• প্রতিটি ভাড়া নেওয়া পরিবার/ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ স্থাপনার জন্য স্থানান্তর অনুদান পাবেন। • বিআর এবং বাস্তবায়নকারী এনজিও এর সহায়তায় স্থানান্তর অনুদান পাবেন। • ভাড়াটিয়া কর্তৃক অগ্রিম জমার ক্ষেত্রে, নাদাবি অথবা অপরিশোধিত স্থিতি বিষয়ে মালিক ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে চুক্তিনামা থাকতে হবে যা স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে। পুনর্বাসন সাহায্য নেওয়ার সময় উভয়পক্ষকে এই চুক্তিনামা জমা দিতে হবে। এটি পেমেন্ট পদ্ধতির অত্যাবশ্যক অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে।	EP দেরকে আয় ও জীবিকা পুনরুদ্ধার কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হবে।	স্থানান্তর পরবর্তী আয় সহায়তা

বাস্তবায়ন সংশিস্নষ্ট বিষয়াদি ঃ

- শুমারী জরীপ অথবা যৌথ তদন্তে আবাসিক এবং বাণিজ্যিক স্থাপনার ভাড়া নেওয়া পরিবার/ব্যক্তি শনাক্ত হবেন।

ৰয়-ৰতির ধরণ ১৬ : উপযোগসমুহের (Utilities) পুনঃসংযোগ (গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, পানি, পয়ঃনিস্কাশন ইত্যাদি				
প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	*প্রাপ্যসমূহ*	*বাস্তবায়ন নির্দেশনা*	*অতিরিক্ত সেবাসমূহ*	*প্রত্যাশিত ফলাফল*
ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক চিহ্নিত বৈধ সংযোগগ্রহণকারীগণ (যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থ স্থাপনার মালিকগণ সংযোগের কাগজপত্র, বিল অথবা বিলের রশিদ দেখাতে পারবেন)	বাংলাদেশ রেলওয়ে নতুন ইউটিলিটি সংযোগের জন্য নগদ অনুদান দিবেন ঃ (ক) গ্যাস কানেকশন ১২,০০০ টাকা; (খ) বিদ্যুৎ কানেকশন ৭,০০০ টাকা; (গ) টেলিফোন সংযোগ ৫,০০০ টাকা; (ঘ) পানির লাইন কানেকশন ৬,০০০ টাকা (ঙ) পয়ঃনিস্কাশন কানেকশন ৬,০০০ টাকা।	আইএনজিও এর সহায়তা বিআর ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করবে।	আইএনজিও পুনপ্রতিষ্ঠার ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে।	ইউটিলিটি সমুহের পুনসংযোগ স্থাপন।

বাস্তবায়ন সংশিস্নষ্ট বিষয়াদি ঃ

ইউটিলিটি সমুহের পুনঃসংযোগের জন্য বিআর আইএনজিও এর মাধ্যমে পরিবার প্রধানকে অতিরিক্ত অর্থ অনুদান প্রদান করবে।

ৰয়-ৰতির ধরণ ১৭ : ঝুকিপূর্ণ ৰতিগ্রস্থ পরিবারের সহয়তা প্রদান।				
প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি(গণ)	*প্রাপ্যসমূহ*	*বাস্তবায়ন নির্দেশনা*	*অতিরিক্ত সেবাসমূহ*	*প্রত্যাশিত ফলাফল*
ঝুকিপূর্ন পরিবার বর্গ যাদের মাসিক আয় দারিদ্র সীমার নীচে, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী এবং অতিদরিদ্র।	এককালীন ৮,২০০ টাকা অনুদান তৎসহ অন্যান্য ক্ষতিপূরণ।	প্রাপ্য যোগ্য ব্যক্তি (গণ) (EPs) শুমারী জরীপে শনাক্ত হবে এবং আয় ও জীবিকা নির্বাহ সহযোগিতা বিআর আইএনজিও এর সহায়তায় প্রদান করবে।	আইএনজিও ইপিদেরকে আয়বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষন নিতে উৎসাহিত করবে।	আয় ও জীবিকা নির্বাহ সহযোগীতা

বাস্তবায়ন সংশিস্নষ্ট বিষয়াদি ঃ

- ঝুকিপূর্ণ পরিবারসমূহ যারা প্রকল্পের কারনে ব্যবসা, শ্রমিক কর্মচারী হিসাবে, জীবিকা নির্বাহের উৎসহ হতে আয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং পুর্বাবস্থায় ফিরে না আশা পর্যন্ত এই সময়ের তাদের অর্থ বিষয়াদি বিআর আইএনজিও যৌথ তদন্তে নিরূপিত হবে।
- এই সমস্ত ব্যক্তিদের নৈপূণ্য/দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে এবং উপরোক্ত প্রাপ্য যোগ্য ভাতা প্রদান করা হবে।

ৰয়-ৰতির ধরণ ১৮ : দরিদ্র মহিলা পরিবার প্রধানদের সহয়তা প্রদান।				
প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি(গণ)	*প্রাপ্যসমূহ*	*বাস্তবায়ন নির্দেশনা*	*অতিরিক্ত সেবাসমূহ*	*প্রত্যাশিত ফলাফল*
দরিদ্র মহিলা প্রধান পরিবারবর্গ যাদের মাসিক আয় দারিদ্র সীমার নীচে ।	এককালীন ১০,০০০ টাকা অনুদান তৎসহ অন্যান্য ক্ষতি পূরণ।	প্রাপ্য যোগ্য ব্যক্তি (গণ) (EPs) শুমারী জরীপে শনাক্ত হবে এবং আয় ও জীবিকা নির্বাহ সহযোগিতা বিআর আইএনজিও এর সহায়তায় প্রদান করবে।	আইএনজিও ইপিদেরকে আয়বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষন নিতে উৎসাহিত করবে।	আয় ও জীবিকা নির্বাহ সহযোগীতা

বাস্তবায়ন সংশিস্নষ্ট বিষয়াদি ঃ

- দরিদ্র মহিলা পরিবার প্রধান সমূহ যারা প্রকল্পের কারনে ব্যবসা, শ্রমিক কর্মচারী হিসাবে, জীবিকা নির্বাহের উৎসহ হতে আয় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এবং পুর্বাবস্থায় ফিরে না আশা পর্যন্ত এই সময়ের তাদের অর্থ বিষয়াদি বিআর আইএনজিও যৌথ তদন্তে নিরূপিত হবে।
- এই সমস্ত ব্যক্তিদের নৈপূণ্য/দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে এবং উপরোক্ত প্রাপ্য যোগ্য ভাতা প্রদান করা হবে।

ৰয়-ৰতির ধরণ ১৯ : জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প ।				
প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি(গণ)	*প্রাপ্যসমূহ*	*বাস্তবায়ন নির্দেশনা*	*অতিরিক্ত সেবাসমূহ*	*প্রত্যাশিত ফলাফল*
প্রত্যেক ঝুকিপূর্ণ পরিবার থেকে একজন সদস্য এবং ইপি (গণ) যারা আয়ের প্রধান উৎসের ১০% এর বেশী হারিয়েছেন।	• জীবন-যাত্রা উন্নয়নের কর্মসূচী বাস্তবায়নের খরচ (বাজেট সারাংশ টেবিল ১০.১ এ আলাদাভাবে উল্লেখিত) । • প্রত্যেক প্রশিক্ষিত সদস্যদের জন্য একটি ব্যবসা পরিকল্পনার (যা PMU /Resettlement Unit দ্বারা অনুমোদিত) জন্য ১৬,০০০ টাকা করে "বীজ অনুদান" প্রদান করা হবে।	• প্রাপ্য যোগ্য ব্যক্তি (গণ) (EPs) শুমারী জরীপে শনাক্ত হবে এবং আয় ও জীবিকা নির্বাহ সহযোগিতা বিআর আইএনজিও এর সহায়তায় প্রদান করবে। • সীড অনুদান পাওয়ার উপযুক্ততার জন্য বিআর কর্তৃক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা পর্যালোচিত ও অনুমোদন প্রয়োজন।	আইএনজিও ইপিদেরকে আয়বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহিত করবে।	আয় ও জীবিকা নির্বাহ সহযোগীতা

বাস্তবায়ন সংশিস্নষ্ট বিষয়াদি ঃ

- ঝুকিপূর্ণ পরিবারসমূহ যারা প্রকল্পের কারনে ব্যবসা, শ্রমিক কর্মচারী হিসাবে, জীবিকা নির্বাহের উৎসহ হতে আয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং পুর্বাবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত এই সময়ের তাদের অর্থ বিষয়াদি বিআর আইএনজিও যৌথ তদন্তে নিরূপিত হবে।
- এই সমস্ত ব্যক্তিদের নৈপূণ্য/দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে এবং উপরোক্ত প্রাপ্য যোগ্য ভাতা প্রদান করা হবে।

ৰয়-ৰতির ধরণ ২০ : ব্যক্তিগত আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।				
প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি(গণ)	*প্রাপ্যসমূহ*	*বাস্তবায়ন নির্দেশনা*	*অতিরিক্ত সেবাসমূহ*	*প্রত্যাশিত ফলাফল*
ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার সমূহ যারা বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা, ফসল ও জমি হারিয়েছেন এবং শুমারীর মাধ্যমে শনাক্তকৃত হয়েছেন।	কর্মসূচী বাস্তবায়নের খরচ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্থ প্রতি পরিবারের জন্য ৩,০০০ টাকা অনুদানের ব্যবস্থা থাকবে।	প্রাপ্য যোগ্য ব্যক্তি (গণ) (EPs) শুমারী জরীপে শনাক্ত হবে এবং আয় ও জীবিকা নির্বাহ সহযোগিতা বিআর আইএনজিও এর সহায়তায় প্রদান করবে।	আইএনজিও ইপিদেরকে আয়বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহিত করবে।	আয় ও জীবিকা নির্বাহ সহযোগীতা

বাস্তবায়ন সংশিস্নষ্ট বিষয়াদি ঃ

- ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসমূহ যারা প্রকল্পের কারনে ব্যবসা, শ্রমিক কর্মচারী হিসাবে, জীবিকা নির্বাহের উৎসহ হতে আয় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এবং পুর্বাবস্থায় ফিরে না আশা পর্যন্ত এই সময়ের তাদের অর্থ বিষয়াদি বিআর আইএনজিও যৌথ তদন্তে নিরূপিত হবে।
- এই সমস্ত ব্যক্তিদের নৈপূণ্য/দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে।

ৰয়-ৰতির ধরণ ২১ : ৰতিগ্রস্থ পরিবার সমূহের জমি/বাসস্থান খুজে পাওয়ার সহযোগিতা।				
প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি(গণ)	*প্রাপ্যসমূহ*	*বাস্তবায়ন নির্দেশনা*	*অতিরিক্ত সেবাসমূহ*	*প্রত্যাশিত ফলাফল*
যে সকল পরিবার সমূহ বাড়ি-ঘর, ব্যবসা ও ভাড়াকৃত স্থাপনা হারিয়েছেন এবং শুমারীর মাধ্যমে শনাক্তকৃত হয়েছেন।	ক্ষতিগ্রস্থ প্রতি পরিবারের জমি/বাসস্থান খুজে পাওয়ার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা থাকবে । (বাজেট সারমর্ম টেবিল ১০.১ এ আলাদাভাবে উল্লেখ করা আছে)।	প্রাপ্য যোগ্য ব্যক্তি (গন) (EPs) শুমারী জরীপে শনাক্ত হবে।	আইএনজিও ইপিদেরকে জমি/বাসস্থান খুজে পাওয়ার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় প্রয়োজনীয় সহযোগীতার ব্যবস্থা করবে।	বাসস্থান/ব্যবসা ক্ষেত্রে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসা।

বাস্তবায়ন সংশিস্নষ্ট বিষয়াদি ঃ

- ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসমূহ যারা প্রকল্পের কারনে বাসস্থান, জমি/ব্যবসা হারিয়েছেন, তাদেরকে পুর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সহায়তা করা হবে।

ৰয়-ৰতির ধরণ ২২ : সম্ভাব্য অন্যান্য অজানা ৰতিকর প্রভাব				
প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি(গণ)	*প্রাপ্যসমূহ*	*বাস্তবায়ন নির্দেশনা*	*অতিরিক্ত সেবাসমূহ*	*প্রত্যাশিত ফলাফল*
অজানা ভাবে ক্ষতিকর প্রভাবের কারনে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার বা ব্যক্তি যারা পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে শনাক্ত হতে পারে।	ক্ষতিপূরণ/পুনর্বাসন সুবিধা ও সহায়তা Entitlement Matrix (প্রাপ্যতার তালিকা) অনুযায়ী প্রদান করা হবে।	• ক্ষতিগ্রস্থ জনসাধারনের অনুরোধের প্রেক্ষিতে অজানা ক্ষতির প্রভাব বাংলাদেশ রেলওয়ে বিশেষ জরীপের মাধ্যমে শনাক্ত করবে। • প্রাপ্যতা MoR এবং এডিবি অনুমোদন করবে।	অতিরিক্ত যথা যোগ্য সহায়তা প্রদান করবে	বিরুপ প্রভাব প্রশমন হবে

বাস্তবায়ন সংশিস্নষ্ট বিষয়াদি ঃ

- অজানা ক্ষতির প্রভাব ও কারণ উল্লেখ্যসহ নিরূপিত সকল ক্ষতির পরিমান ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির পরিচয় এবং তাদের প্রাপ্য নির্ধারণ করে MoR নিকট প্রস্তাব করতে হবে এবং অনুমোদনের জন্য ADB এর নিকট পাঠাতে হবে।

ৰয়-ৰতির ধরণ ২৩ : নির্মানকালীন সময়ে ৰণস্থায়ী প্রভাব।				
প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি(গণ)	*প্রাপ্যসমূহ*	*বাস্তবায়ন নির্দেশনা*	*অতিরিক্ত সেবাসমূহ*	*প্রত্যাশিত ফলাফল*
নির্মানকালীন সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসমূহ/ ব্যক্তিগণ এবং/অথবা সম্প্রদায়।	• ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মান কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, নির্মান সামগ্রী এবং যাবতীয় মালামাল পরিবহনে স্থাপনা ও জমির উপর বিরুপ প্রভাব পড়বে। ইজারাদার এই বিরুপ প্রভাব নিরসনের খরচ প্রাপ্যতা তালিকা # ১১ অনুযায়ী বহন করবেন। • প্রকল্প কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত এলাকার (Out of RoW) বাড়ীর সকল ক্ষণস্থায়ী জমি ব্যবহারের জন্য মালিক ও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লিখিত চুক্তির মাধ্যমে হতে হবে। • জমির মালিক জমি ব্যবহারের পর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে ।	• প্রভাবগ্রস্থ লোকদের অনুরোধে বিআর ক্ষণস্থায়ী প্রভাব শনাক্তের জন্য বিশেষ সার্ভে পরিচালনা করবে। • বিআর এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স অনুসারে প্রাপ্রতা অনুমোদন করবে।	যথাযথভাবে সাহায্য করবে।	জমি পূর্বের অবস্থায় অথবা পূর্বের চেয়ে ভাল অবস্থা ফেরৎ প্রদান।

বাস্তবায়ন সংশিস্নষ্ঠ বিষয় সমূহ ঃ

- সাময়িক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি সনাক্তকরণ পদ্ধতি সুনির্দিষ্ঠ কাঠামোর মাধ্যমে বিআর অনুমোদন দিবে ।

প্রাপ্য যোগ্য ব্যক্তি ঃ

যে সমস্ত ব্যক্তি ডেপুটি কমিশনার অফিস থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার তালিকা ভুক্ত হবে সেই সকল ব্যক্তি বাংলাদেরশ রেলওয়ে থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য প্রাপ্য যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হবে। জরিপের মাধ্যমে যে সকল ডাটা ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য তালিকা আপডেট করা হবে তারাই কেবল প্রাপ্য যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির ছবিসহ ID কার্ড দিবে। এই ID কার্ডে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের পুর্ন বিবরণ থাকবে। INGO ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের বাংলাদেশ রেলওয়ে থেকে ID কার্ড পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের ID কার্ড স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সনাক্ত ও সুপারিশ করবে।

প্রাপ্য ব্যক্তির ফাইল INGO ডেপুটি কমিশনার অফিস থেকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করবে। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে আইন সম্মত ইপি এবং সংশ্লিষ্ঠ জমি বা স্থাপনার সাথে সম্পর্কিত ও অন্যান্য সমাজস্বীকৃত ইপির ক্ষেত্রে NGO জরিপের তথ্য সমন্বয়ে প্রত্যেকের জন্য ইপি ফাইল তৈরী করবে।যা সর্বশেষ ডিজাইন এর উপর ভিত্তি করে MIS এর মাধ্যমে ডাটাবেজ তৈরী করবে।

প্রাপ্যতার কার্ড ঃ

পুনর্বাসন সহায়তার জন্য যোগ্য পরিবার বা ব্যক্তির পক্ষে আইনানুগ বা সমাজ স্বীকৃত অনুমদিত ব্যক্তি কে যথাযথ প্রক্রিয়ায় শনাক্ত করে ছবিসহ পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে। পুর্নবাসন সংশ্লিষ্ঠ যে কোন সহায়তার জন্য এই পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় পরিচয় পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি বা ইপি হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

বদলি জমি ক্রয়ঃ

ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য এবং NGO জরিপের তথ্যসহ কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে ইপি ফাইল ও ইসি তৈরী করা হবে। সকল প্রাপ্য নির্ধারণে ভূমি অধিগ্রহণ দাগসুচি, হালনাগাদ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন অনুদান পরিশোধের তথ্য সর্বশেষ জরিপের তথ্য, জমি ও সম্পদের অনুমোদিত বদলী মূল্যের হার এবং সম্পদ বহির্ভূত ক্ষয়ক্ষতির বিপরীতে পুনর্বাসন নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য হার বিবেচনা করা হবে। উপরোক্ত সকল কাজ ও প্রক্রিয়ায় BR INGO সহায়তা গ্রহন করবে।

ৰতিগ্রস্থদের আপত্তি নিরসন ঃ

প্রকল্পের অধীনে পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলাকার জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমকে বেগবান করার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতিটি জেলা শহরে ফিল্ড অফিস স্থাপন করবে যাহা প্রতিটি ইউনিয়ন এর ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের আপত্তি নিস্পত্তির জন্য সহায়ক হবে। একে সংক্ষেপে (GRC) কমিটি বলা হবে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের পুনর্বাসন ইউনিটের ফিল্ড অফিসের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও INGO এরিয়া ম্যানেজারকে সদস্য সচিব এবং সংশ্লিষ্ঠ ইউনিয়ন বা পৌরসভার নির্বাচিত একজন পুরুষ ও একজন মহিলা জনপ্রতিনীধিকে সদস্য করে GRC গঠিত হবে। GRCs গঠন ও কার্যপরিধি বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের পুনর্বাসন ইউনিটের প্রধানের নির্বাহী আদেশে অনুমোদিত হবে।

আপত্তি নিরসনের জন্য দরখাস্ত দাখিলের ১ মাসের মধ্যে যে সকল নিয়ম-কানুন অনুসরন করতে হবে তা নিম্নে দেওয়া হলঃ

- ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সকল অভিযোগ INGO এর মাঠ অফিস গ্রহণ করবে, GRC কমিটির সদস্য সচিবকে এবং LGI প্রতিনিধিকে কপি দিতে হবে।
- INGO এর প্রতিনিধি GRC কমিটির অভিযোগ এর শুনানির জন্য যে ইউনিয়নে জমা দিবে সেখানেই শুনানি হবে।
- GRC পুনঃমূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ঠ ক্ষতিগ্রস্থ INGO এর মাধ্যমে সুপারিশ করবে।
- যদি কোন বিষয় নিস্পত্তি কোর্ট এর মাধ্যমে প্রয়োজন হয়, তা কোর্টে প্রেরণ করা।
- ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির অভিযোগ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে GRC সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহন করবে।
- সমস্যার সমাধান করে GRC ক্ষতিপূরণের জন্য ID কার্ড বিতরণ করবে। প্রথমে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান পুনঃনির্ধারণ করে তাদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।

সম্পদের যৌথ তদন্ত ঃ

ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নিরুপনে এ যাবৎ যে সকল জরিপ পরিচালিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ঠ ডেপুটি কমিশনার যে যৌথ তদন্ত করেছে, ডাটাবেজে এসবের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পাওয়া গেলে যৌথ ভেরিফিকেশন কমিটি (JVC) বিভিন্ন ডাটাবেজে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তৃতীয় পক্ষের সহায়তায় সরেজমিনে তদন্ত পরিচালনা করবে। তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে (JVC) প্রাপ্য যোগ্য ব্যক্তি (ইপি) শনাক্ত ও তার ক্ষয়ক্ষতির পরিমান সুপারিশ করবে। উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ রেলওয়ে INGO এর সহায়তায় প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি ও তার বিপরীতে প্রাপ্য হিসাব করবে।

যৌথ কমিটির কার্য পরিধিঃ

- INGO সশরীরে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নির্ধারণ করে ডেপুটি কমিশনার অফিসের তথ্যের সাথে সংগতি আছে কিনা তা নির্ধারণ করবে এবং আইনগত ভিত্তির উপর যাচাই বাছাই করে ডাটাবেজ তৈরী করবে।
- ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির জমি, ব্যক্তিগত জমি, না বাংলাদেশ রেলওয়ে এর জমির উপর না খাস জমির উপর তা নির্ধারণ করবে।
- যৌথ তদন্তের পর ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নির্ধারণ করে বাজেট তৈরী করে প্রকল্প পরিচালক এবং ডেপুটি কমিশনার অফিসে প্রেরণ করা।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের জমির উপর যে সকল ঘরবাড়ি/স্থাপনা রয়েছে তার বাজেট তৈরী করে প্রকল্প পরিচালকের মাধ্যমে ডেপুটি কমিশনার অফিসে জানানো।
- আখাউড়া-লাকসাম প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপরোক্ত ডাটা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ঠ সকল তথ্য প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করবে।

সম্পদের বদলি মূল্য ঃ

বাংলাদেশ রেলওয়ে জমি এবং ঘরবাড়ির সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। অধিগ্রহনের আওতাধীন জমি ও সম্পদের চলতি বাজার দর অনুপাতে বদলি মূল্য নির্ধারণের জন্য সম্পদ মূল্যায়ন পরামর্শক কমিটি (PVAC)

গঠন করা হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে আহ্বায়ক করে সংশ্লিষ্ঠ ডেপুটি কমিশনার এর প্রতিনিধি, উপজেলার নির্বাচিত প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ঠ ভুমি হুকুমদখল কর্মকর্তা (LAO) ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে বদলি মূল্য নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হবে।

বদলি মূল্য নির্ধারণ কমিটি কার্যপরিধি ঃ

- প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ভূমি অধিগ্রহণের সময় ক্ষতিগ্রস্থ জমি ও অন্যান্য সম্পদের ক্ষতি নিরুপনের জরীপ নক্সা করা ও পরিচালনা করা; এবং জমি ও অন্যান্য সম্পদের বর্তমান বাজার মূল্য নির্ধারণ করা। সদস্যগণ মূল্য তালিকাতে স্বাক্ষর করবেন।

- প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় যে সকল ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি মালিক বাংলাদেশ রেলওয়ে থেকে লিজ নিয়েছে এবং প্রকৃত মালিক নন অথবা সরকারি জমির ওপর স্থাপনা রয়েছে তাদের সম্পদের বাজার মূল্য জানার জন্য জরীপ নক্সা করা ও পরিচালনা করা; এবং সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করা। সদস্যগণ মূল্য তালিকাতে স্বাক্ষর করবেন।

- বাস্তবায়নকারী NGO PVAC কর্তৃক প্রণীত নক্সা অনুযায়ী জরিপ কাজ চালাবেন এবং তার ফলাফল PVAC এর কাছে মূল্যায়ন ও স্বাক্ষর করার জন্য জমা দিবেন।

- PVAC উপরোক্ত দায়িত্ব সম্পাদন করে যাবতীয় তথ্য এবং রিপোর্ট প্রকল্প পরিচালকের নিকট জমা দিবেন।

চ) ৰতিগ্রস্থদের জন্য জন্য কতিপয় গুরম্নত্বপূর্ন তথ্যাবলী ঃ

- ডেপুটি কমিশনার অফিস থেকে আইন অনুযায়ী গেজেট প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি/মালিক ক্ষতিপূরণ পাবার জন্য বিবেচিত হবে না।

- ভুমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের সময় কোন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি দলিল প্রদর্শনের মাধ্যমে নিবন্ধন ফি ফেরত চাইতে পারে।

- প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য ছবি সহ ID কার্ড দেওয়া হবে যা বাংলাদেশ রেলওয়ের উক্ত প্রকল্পের প্রধান ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা কর্তৃক ইস্যুকৃত হবে। এই কার্ড প্রদর্শনের মাধ্যমে যে কোন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি তার দাবি পেশ করতে পারবে।

- ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের নির্ধারিত টাকা পাওয়ার জন্য জমির পরচা, দলিল, হালনাগাদ খাজনা পরিশোধের দাখিলা, বাটোয়ারা/ফরায়েজ সংগ্রহ করতে হবে।

- ক্ষতিপূরণের টাকার চেক জমা দেবার জন্য নির্ধারিত কোন ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুদানের টাকাও চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে এবং তা একইভাবে ব্যাংক হিসাবে মাধ্যমে দেওয়া হবে।

- যে কোন ব্যক্তি ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত যে কোন তথ্য বা বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে/ INGO ফিল্ড অফিসে যোগাযোগ করতে পারবে।

ছ) ৰতিপূরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত মৌলিক প্রশ্নাবলী।

প্রশ্ন ১ ঃ আমি কি আমার বসতবাড়ি কিংবা স্থাপনা- কোনটির জন্য ক্ষতিপূরণ পাব ?

উত্তর ঃ আপনি প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ি, আংশিক বাড়ি অথবা অন্য কোন স্থাপনার (দোকান ইত্যাদি) জন্য বদলী মূল্য অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবেন যাতে মালিক এই ক্ষতিপূরণ দ্বারা একই আয়ের এবং একই মানের অন্য একটি স্থাপনা তৈরী করতে পারে।

প্রশ্ন ২ ঃ তার অর্থ কি এই যে, আমাদের এলাকার যে কোন ব্যক্তি এই ক্ষতিপূরণ অথবা পুনর্বাসনের জন্য দাবি করতে পারবে ?

উত্তর ঃ না। শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণের/পুনর্বাসনের জন্য যোগ্য ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ /পুনর্বাসন পাবেন । মূলতঃ প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত যে সকল ব্যক্তি প্রকল্পের কারনে তাদের সম্পদ হারিয়েছেন (মালিক/ভাড়াটিয়া) এবং census জরীপে অর্ন্তভুক্ত হয়েছেন তারা এবং যারা ডেপুটি কমিশনার অফিস থেকে ৩ ধারা নোটিশ পেয়েছেন এমন ব্যক্তিবর্গ ক্ষতিপূরণ /পুনর্বাসন পাবেন। পুনর্বাসন পরিকল্পনায় উল্লেখিত কাট-অফ-ডেট (cut-off-date) লাকসাম-কুমিল্লার জন্য ৩১ মে ২০১৩ সাল; কুমিল্লা-সালদা নদীর জন্য ১৫ জুন ২০১৩ এবং সালদা নদী-আখাউড়ার জন্য ৩০ জুন ২০১৩ সাল এর পরে এলাকায় আগমনকারী কোন ব্যক্তি/অথবা এর পর তৈরীকৃত কোন স্থাপনার জন্য ক্ষতিপূরণ/পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান করা হবে না।

প্রশ্ন ৩ ঃ প্রকল্প থেকে চিহ্নিত করার পরপরই কি আমাদেরকে ঘর-বাড়ী/ স্থাপনা ত্যাগ করে জায়গা খালি করে দিতে হবে ?

উত্তর ঃ না । আপনাকে আপনার জমি/সম্পদ ইত্যাদির ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন সহায়তা দেবার পরই শুধুমাত্র আপনাকে আপনার জায়গা থেকে বসতবাড়ি/স্থাপনা সরিয়ে নিতে হবে। আপনি ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন সহায়তা পাবার পর বসতবাড়ি/স্থাপনা সরিয়ে নেবার জন্য ৩০ দিন সময় পাবেন। ৩০ দিনের মধ্যে আপনি আপনার বসতবাড়ি/স্থাপনা সরিয়ে না নিলে প্রকল্পের পক্ষ থেকে সেগুলো সরিয়ে জায়গা খালি করা হবে

প্রশ্ন ৪ঃ আমরা এই প্রকল্পের পুনর্বাসন পরিকল্পনায় উল্লেখিত ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন পলিসি অনুযায়ী যদি ক্ষতিপূরণ /পুনর্বাসন সহায়তা না পাই অথবা ক্ষতিপূরণ/পুনর্বাসন সহায়তা সংক্রান্ত কোন সমস্যার বিষয়ে আমাদের কি অভিযোগ করার ক্ষমতা থাকবে ? যদি থাকে তাহলে কোথায় অভিযোগ করব ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। প্রকল্পের অধীনে পুনর্বাসন সংক্রান্ত যথার্থ পুনর্বাসন সুবিধাদি, ক্ষয়ক্ষতি সনাক্তকরণ ও প্রাপ্তি নির্ধারণে কোন ব্যক্তির (Entitled Person) অভিযোগ বা দ্বিমত থাকলে তা শুনানি ও নিস্পত্তির জন্য অভিযোগ নিরসন কমিটি কাজ করবে। অভিযোগ নিরসন কমিটি (GRC) গঠন করা হবে Entitled Person, বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ও INGO সমূহের প্রতিনিধি দ্বারা। পুনর্বাসন কর্মকর্তা জিআরসি এর সভাপতি হবেন। অভিযোগ নিরসন কমিটি (GRC) জমির মালিকানা সংক্রান্ত আইনগত বিষয় সমূহ ব্যতিত পুনর্বাসন সুবিধাদি, পুনর্বাসন/পুনঃস্থাপন এবং অন্যান্য সহযোগীতার বিষয়ে অভিযোগ নিস্পত্তি করবে। আপনাকে ক্ষতিপূরণ/পুনর্বাসন সহয়তার বিষয়ে মতবিনিময় সভা, ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং লিখিত পত্রের মাধ্যমে আপনার আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ/পুনর্বাসন সহয়তার বিষয়ে জানানো হবে। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি তাদের অভিযোগ নিরসন কমিটিতে উপস্থাপন করার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার সহয়তা নিতে পারবে।

কোন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগ নিরসন কমিটি (GRC) দাখিলের ২১ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরন করে নিরসন করবে।

ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের অভিযোগ সমূহ অভিযোগ নিরসন কমিটির সদস্য সচিব বরাবর দাখিল করতে হবে যার একটি কপি দিতে হবে অভিযোগ নিরসন কমিটির আহবায়ক বরাবর। এটি দাখিল করতে হবে পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাঠ পর্যায়ের অফিসে।

ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগ পাবার পর বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধি যিনি অভিযোগ নিরসন কমিটির সদস্য - তিনি অভিযোগ নিরসনকারী কমিটির (GRC) আহবায়ককে অভিযোগ শুনানির জন্য সংশ্লিষ্ঠ উপজেলায় (যেখান থেকে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে) একটি শুনানির আয়োজন করতে অনুরোধ করবেন।

অভিযোগ নিরসন কমিটির (GRC) অভিযোগ পর্যালোচনা করে একটি রায় প্রদান করবে যা সংশ্লিষ্ঠ অভিযোগ দাখিলকারী ব্যক্তিকে বাস্তবায়নকারী সংস্থার (NGO) মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

অভিযোগে যদি এমন কোন বিষয় থাকে যেটি নিস্পত্তি করতে আদালতের সহায়তা প্রয়োজন হবে, সে ক্ষেত্রে বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য আদালতে পাঠানো হবে।

অভিযোগ নিরসনকারী কমিটি (GRC) ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির কাছ থেকে অভিযোগ পাবার ১৫ দিনের মধ্যে অভিযোগ নিস্পত্তি করবেন।

অভিযোগ শুনানির চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিবরনী পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় (Resettlement Process) অর্ন্তভূক্ত করে সংশ্লিষ্ঠ অভিযোগকারীর আইডি কার্ড ইস্যু, ক্ষতিপূরণ নিরুপন, মালিকানা নির্ধারণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।

প্রশ্ন ৬ঃ প্রকল্প সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে কার সাথে যোগাযোগ করতে পারি ?

উত্তর ঃ প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে অথবা পুনর্বাসন পরিকল্পনা সম্পর্কে কোন কিছু জানতে হলে প্রকল্প পরিচালক বরাবর যোগযোগ করতে হবে।

জ) ৰতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য দায়িত্বঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ রেলওয়ে এই প্রকল্পের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে। এই পুনর্বাসন কার্যক্রম বাংলাদেশ রেলওয়ে অত্র প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত পরামর্শকের (Supervision Consultant) মাধ্যমে পরিচালনা করবে এবং একটি অভিজ্ঞ NGO দ্বারা বাস্তবায়িত করবে। অত্র পুনর্বাসন তথ্য সম্মিলিত পুস্তিকার তথ্যাবলী বাংলাদেশ সরকার অথবা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক পরিবর্তন/পরিবর্ধনের ক্ষমতা রাখে। এই পুস্তিকার কোন পরিবর্তন/পরিবর্ধন করা হলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গকে যথাযথভাবে অবগত করা হবে। এই পুনর্বাসন তথ্য পুস্তিকা শুধুমাত্র আখাউড়া-লাকসাম ডাব্‌ল লাইন প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য হবে।

প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য অথবা আখাউড়া-লাকসাম ডাব্‌ল লাইন প্রকল্পের পুনর্বাসন পরিকল্পনা সম্পর্কে জানার জন্য অথবা এই প্রকল্পের পুনর্বাসন পরিকল্পনার কোন কপি পাওয়ার জন্য প্রকল্প পরিচালক বরাবর যোগযোগ করা যেতে পারে।

ঠিকানা

প্রকল্প পরিচালক
আখাউড়া-লাকসাম ডাব্‌ল লাইন প্রকল্প
বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেল ভবন
১৬ আব্দুল গনি রোড
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ